রত্নমালা

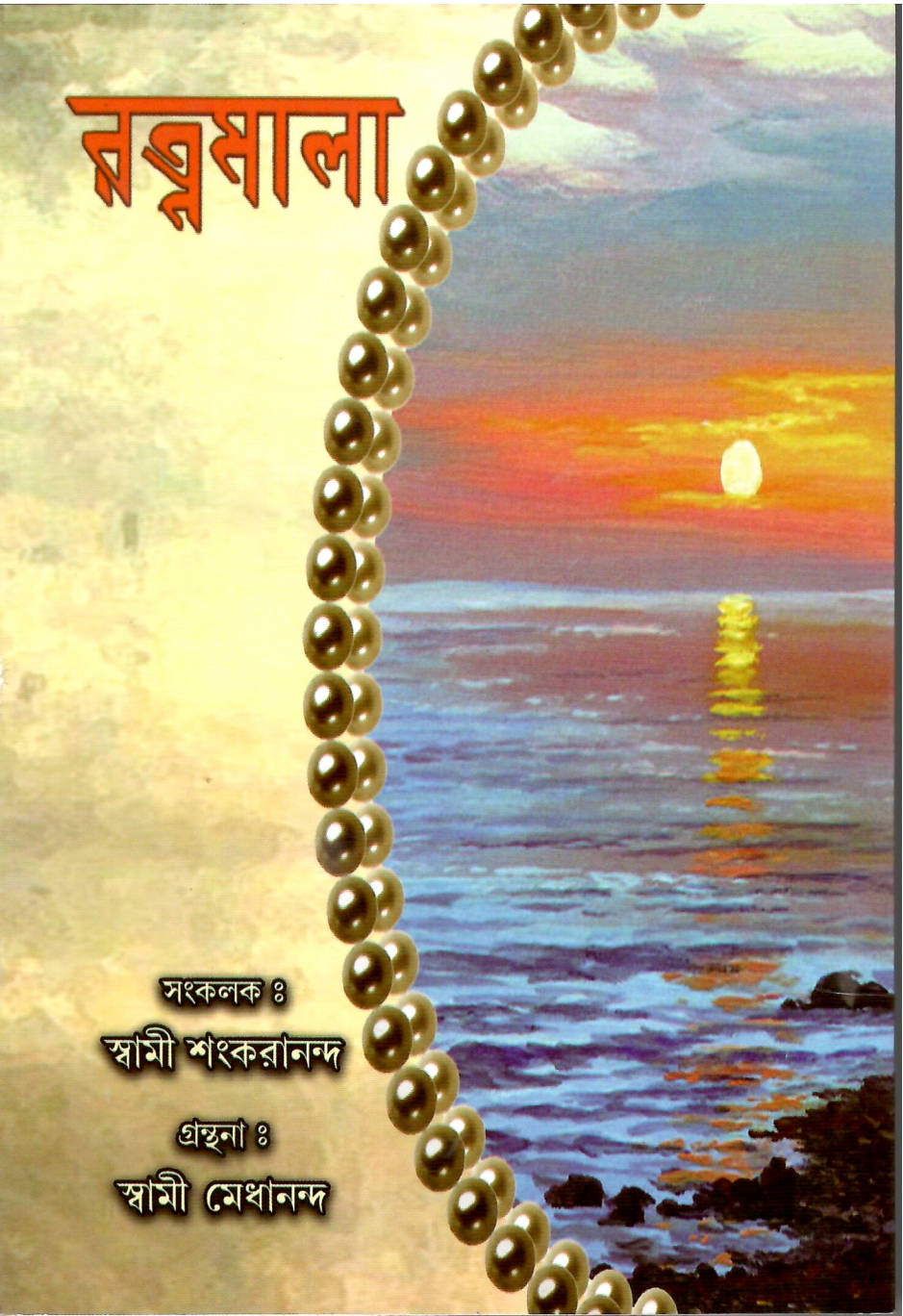

সংকলক ঃ

স্বামী শংকরানন্দ

গ্রন্থনা ঃ

স্বামী মেধানন্দ

রত্নমালা

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের
স্মারক-পুস্তিকা অবলম্বনে
সংকলিত

সংকলক
স্বামী মেধানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ ঃ ২৪ অক্টোবর, ২০২০
মহাষ্টমী

মুদ্রক ঃ সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে. পি. কুমার স্ট্রীট, বালি, হাওড়া
দূরভাষ-২৬৫৪ ৩৫৩৬

মূল্য ঃ একশত টাকা

স্মরণে—

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত স্বর্গীয় ভূষণ চন্দ্র পাল মহাশয় যাঁহার সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজজী লিখিয়াছেন—

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া
৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৯

শ্রীমান ভূষণ

.....। তোমরাই ত আমাদের আপনার জন, ঠাকুরের পরিবার ভুক্ত—অসুখ থাকিলেও তোমাদের দেখিতে ও তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে আনন্দ হয়। .....

.....ভগবানের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস ও ভালবাসা.....হউক। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন। কোন চিন্তা নাই। ....ইতি

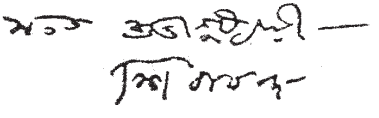

মুখবন্ধ

সনাতন ভারতের বেদ-উপনিষদ-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে কতই না রতন-মাণিক্য ছড়িয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র শাস্ত্রের মর্মগ্রহণে সমর্থন অনুরাগী জহুরীর চোখেই তার প্রকৃত মূল্য ধরা পড়ে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম সংঘাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ তাঁর সাধনাময় পূতজীবনে শাস্ত্র অধ্যয়নকালে ভালো শ্লোক পেলে একটি ছোট খাতায় লিখে রাখতেন। এ ছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সংগ্রহ—'উহা যে অপর কাহারও কাজে লাগিবে' সংগ্রহকালে তা তাঁর মনে জাগেনি কখনও। তবে পরবর্তী জীবনে দীক্ষিত সন্তানদের প্রশ্নের উত্তর দিতে মাঝে মধ্যে তিনি হাতের কাছে থাকা সেই নোটবই থেকে শাস্ত্রোদ্ধৃতি পড়ে শোনাতেন।

শঙ্করানন্দ জীবনীগ্রন্থে 'বিখ্যাত নোটবই' রূপে উল্লিখিত এই সংগ্রহটি কাশীর স্বামী মেধানন্দ (ভট্টাচার্য মহাশয়) এর হস্তগত হয়। শাস্ত্রারণ্যের গহন-গভীরে প্রবেশে অসমর্থ বৃহত্তর সাধারণ পাঠক সমাজেরও সেই অমূল্য ধনে সমান অধিকার ও উপকার-সম্ভবত এই বিশ্বাসেই মেধানন্দজী অমূল্য মহারাজের অনুমতিক্রমে চন্দননগরের শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ পালের অর্থসাহায্যে 'রত্নমালা' নামে তা প্রকাশ করেন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে। প্রকাশিত ৪৯৯ টি শ্লোকমালা-রত্ন বিষয়বস্তু অনুসারে ১১ টি শিরোনামে শ্রেণীবিন্যাস করে সানুবাদ গ্রথিত করেন সংস্কৃত পন্ডিত শ্রী বিশ্বেশ্বর কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ। কিন্তু এমন সুন্দর শ্লোকমাল্য কালের করালগ্রাসে আজ আর পুস্তকাকারে লভ্য নয়।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ পুনরায় সকলের আচার ও প্রচারের জন্য এই 'রত্নমালা'কে মুদ্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ যেন-প্রায় হারিয়ে যাওয়া কোনো অমূল্য রত্নহারের বা মাল্য-মণিহারের 'প্রাপ্তস্য প্রাপ্তি'।

বিদ্যামন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ'জীর ডায়েরী থেকে জানা যায় ২৩/১০/১৯৬১ তারিখে তাঁকে পূজনীয় শঙ্করানন্দজী বলেন— 'আমি ঐ সব শ্লোক আওড়াতাম ও তার তাৎপর্যানুযায়ী ধ্যান-ধারণাদি করতে চেষ্টা করতাম। শ্লোকগুলি সাধনভজন ও স্মরণ-মননে খুব সাহায্য করে। বাজে চিন্তা মনে আসতে দেয় না।' ধর্মবকের প্রশ্নের সম্মুখে যুধিষ্ঠিরের মতন আমাদেরও তাই মনে হয়—মহাজ্ঞানী মহাজনের পথই আপামর সাধারণের অবলম্বনীয় পথ। সেই পথ সহজ-সার্থক হয়ে উঠবে এই শাস্ত্রসুবাসের সূত্র ধরে—এই বিশ্বাসে 'রত্নমালা' পুনরায় অর্পিত হল বৃহত্তর জনমানসে। আশা করি বইটি সর্বসাধারণের কাছে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে। ইতি—

স্বামী দিব্যানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ তাঁহার সাধনাময় পূত-জীবনে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ সময়ে যে সকল সারগর্ভ অমূল্য-রত্নোপম শ্লোক তাঁহার স্মারক পুস্তিকায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সৌভাগ্যক্রমে সেগুলি আমার হস্তগত হয়। সাধারণের উপকারে আসিবে বিবেচনা করিয়া উল্লিখিত শ্লোকসংগ্রহ ছাপাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহারাজজী— অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

বর্ত্তমানে আমি বিশেষ পীড়িত। শ্লোকগুলি ছাপাইবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় পুনঃপুনঃ মহারাজজীর নিকটে প্রার্থনা জানাই। তিনি কৃপা পরবশ হইয়া অনুমতি দিয়াছেন। আমি নিতান্ত অসমর্থ হওয়ায় শ্লোকগুলির শ্রেণী বিভাগ, মূলের ও বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি পণ্ডিত শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর কাব্য-ব্যাকরণতীর্থের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছি এবং "রত্নমালা" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর সেবক পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র নাথ পাল এই পুস্তিকা মুদ্রণের

ব্যয়ভার বহন এবং পুস্তক প্রকাশ কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছেন। এ জন্য পরম মঙ্গলময়ের চরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। পুস্তিকাখানির দ্বারা মানব সমাজের উপকার সাধিত হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস। ইতি—

বিনীত

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম
কাশীধাম
মহালয়া ১৩৬৮

স্বামী মেধানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের আশীর্ব্বাদ

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math, Dt. Howrah

Phone : 66-3619

শাস্ত্রাদি পাঠের সময় আমার যে সকল শ্লোক ভাল লাগিত অথবা পুনরায় পড়িবার প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিতাম তাহা একখানি ছোট খাতায় লিখিয়া রাখিতাম। উহা যে অপর কাহারও কাজে লাগিবে তাহা মনে করি নাই। স্বামী মেধানন্দ, বহু ভক্তের উপকারে আসিতে পারে ভাবিয়া, ঐ খাতাখানির শ্লোকগুলি অর্থসহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছেন। উহাতে কাহারও মঙ্গল সাধিত হইলে আনন্দিত হইব। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শঙ্করানন্দ

সঙ্কেত ও গ্রন্থনাম

অগ্নিপুঃ	অগ্নিপুরাণ	বৃহদ্ধর্মপুঃ	বৃহদ্ধর্মপুরাণ
অষ্টাঃ সং	অষ্টাবক্রসংহিতা	বাঃ পুঃ	বামনপুরাণ
উঃ গীঃ	উদ্ধবগীতা	বৃঃ নাঃ পুঃ	বৃহৎনারদীয়পুরাণ
কঃ উঃ	কঠোপনিষদ্	ভক্তিরসাঃ সিঃ	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
কাশীঃ	কাশীখন্ড	ভাঃ	ভাগবত
কূর্ম্মপুঃ	কূর্ম্মপুরাণ	মনুসং	মনুসংহিতা
কুলাঃ তন্ত্র	কুলার্ণবতন্ত্র	মহানিঃ তন্ত্র	মহানির্ব্বাণতন্ত্র
গঃ পুঃ	গরুড়পুরাণ	মাঃ পুঃ	মার্কণ্ডেয়পুরাণ
গর্গসং	গর্গসংহিতা	মৈঃ উঃ	মৈত্রেয়ী-উপনিষদ্
ঘেঃ সং	ঘেরন্ডসংহিতা	যাজ্ঞঃ সং	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
চাঃ স্মৃঃ	চাণক্যস্মৃতি	যোগবাঃ	যোগবাশিষ্ঠ
জ্ঞানসং তন্ত্র	জ্ঞানসংকলিনীতন্ত্র	রামাঃ চঃ	রামানুজ চরিত
দক্ষস্মৃঃ	দক্ষস্মৃতি	শ্রীগুরুগীঃ	শ্রীগুরুগীতা
দেবীভাঃ	দেবীভাগবত	শ্রীমদ্ভঃ গীঃ	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
নাঃ পুঃ	নারদীয়পুরাণ	শিবজ্ঞাঃ	শিবজ্ঞান
পঞ্চঃ	পঞ্চদশী	শিবপুঃ	শিবপুরাণ
পদ্মপুঃ	পদ্মপুরাণ	শিবসং	শিবসংহিতা
ব্রহ্মপুঃ	ব্রহ্মপুরাণ	স্কন্দপুঃ	স্কন্দপুরাণ
ব্রহ্মবৈঃ পুঃ	ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ	সৌরপুঃ	সৌরপুরাণ
বিষ্ণুপুঃ	বিষ্ণুপুরাণ	হরিভঃ বিঃ	হরিভক্তি বিলাস

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোকসংখ্যা
১। গুরুতত্ত্ব	১	৩১
২। মঙ্গলাচরণ	১১	৬
৩। মুকুন্দ শরণ	১৩	৭
৪। ব্রহ্মের স্বরূপ	১৬	৯
৫। ঈশ্বর সর্ব্বাত্মক	১৯	১৫
৬। ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়	২৩	১৫
৭। কর্ম্মযোগ	২৭	৩৯
৮। জ্ঞানযোগ	৩৯	১০৪
৯। ভক্তিযোগ	৭৫	১৭১
১০। নীতি-সার কথা	১৩৫	৩৩
১১। বিবিধ	১৪৭	৬৯

বিষয়সূচী

১। গুরুতত্ত্ব ঃ—৩১ শ্লোক

গুরুবন্দনা—১। গুরুস্তোত্র ২—১৬। গুরুর স্বরূপ ১৭—২০। সদ্‌গুরুলাভে ভক্তির উদয় হয় ২১—২৬। গুরুশব্দের অর্থ ২৭—২৯। গুরু এবং হরিতে অভেদ দর্শন—৩০। রিক্তহস্তে গুরুদর্শন নিষেধ—৩১।

২। মঙ্গলাচরণ ঃ—৬ শ্লোক

৩। মুকুন্দ শরণ ঃ—৭ শ্লোক

৪। ব্রহ্মের স্বরূপ ঃ—৯ শ্লোক

৫। ঈশ্বর সর্ব্বাত্মক ঃ—১৫ শ্লোক

৬। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ঃ—১৫ শ্লোক

৭। কর্ম্মযোগ ঃ—৩৯ শ্লোক

জীবনের উদ্দেশ্য—১। শান্তির উপায় ২—৮। ব্রাহ্মণের লক্ষণ ৯—১০। সদাচার ১১—২৫। তপ্তকৃচ্ছ্র ২৬—২৮। রিপুদমন কর্ত্তব্য ২৯—৩০। নাম কীর্ত্তনের ফল ৩১—৩২। সনাতন ধর্ম্ম ৩৩—৩৯।

৮। জ্ঞানযোগ ঃ—১০৪ শ্লোক

ত্রিবিধ যোগ ১—৫। জ্ঞানের লক্ষণ ৬—১২। মুক্তের লক্ষণ ১৩—২৪। পরমহংসের লক্ষণ ২৫—২৮। সোঽহং শব্দের অর্থ— ২৯। শ্রুত্যুক্ত মহাবাক্য ৩০—৩৪। ব্রহ্মমন্ত্রের প্রশংসা—৩৫। তিতিক্ষা—৩৬। যম-নিয়ম ৩৭—৫০। প্রাণায়ামের বিধি ৫১—৭৫। যোগের অন্তরায় ৭৬—৮৩। ইন্দ্রিয় জয় ৮৪—৯০। বিচার-বিবেক ৯১—৯৭। বন্ধ ও মোক্ষের উপায় ৯৮—১০৪।

৯। ভক্তিযোগ ঃ—১৭১ শ্লোক

ভক্তির উপায় ১—৪। ভক্তির লক্ষণ ৫—১৬। নির্গুণ ভক্তি ১৭—৩০। ভক্তের লক্ষণ ৩১—৩৯। নবধা ভক্তি ৪০—৬০। ভগবান ভক্তাধীন ৬১—৬২।

উত্তম ভক্ত ৬৩—৬৯। মধ্যম ভক্ত— ৭০। অধম ভক্ত—৭১। নিষ্কাম ভক্তি ৭২—৭৩। অহৈতুকী ভক্তি ৭৪—৭৫। প্রেমভক্তি—৭৬। ভক্তির তারতম্য ৭৭—৮৪। ভগবৎ-ভজনের কালাকাল নাই—৮৫। ভক্তির ফল ৮৬—৯৬। ভক্তির বাধা ৯৭—১০৯। ভোগে বাসনা তিরোহিত হয় না ১১০—১১৬। মায়া তাঁকে জানিতে দেয় না ১১৭—১২২। আসক্ত জীবের পরিণতি—১২৩। ভগবৎপ্রাপ্তিতে কাম গন্ধ থাকে না ১২৪—১২৬। পরের দোষগুণ বলিতে নাই—১২৭। জগৎ প্রপঞ্চ মোহিনীস্বরূপা— ১২৮। নির্ভয়ের উপায়—১২৯। অন্তর্ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা—১৩০। ভক্তির তারতম্যে শিবের স্থিতি—১৩১। ভাবেতেই তিনি অবস্থান করেন ১৩২—১৩৯। সঙ্গগুণ ১৪০—১৪৩। ধ্যানের উপায় ১৪৪—১৫৭। সাধুদর্শনের ফল ১৫৮—১৬২। সত্যাচরণের ফল ১৬৩—১৬৭। ধ্যানযোগের শ্রেষ্ঠতা—১৬৮। বৈষ্ণব শাস্ত্রে রতি তিন প্রকার—১৬৯। একাঙ্গীভাব—১৭০। বদ্ধ ও মুক্ত—১৭১।।

১০। নীতি-সার কথা ঃ—৩৩ শ্লোক

১১। বিবিধ ঃ—৬৯ শ্লোক

পিতামাতাই পরমতীর্থ ১—২। মানসাদি তীর্থ ৩—১১। সপ্তমুক্তিপুরী ১২—১৩। শারীরিক তীর্থ—১৪। তীর্থফলভাগী ১৫—২১। ত্যাগের ফল ২২—২৬। সতের লক্ষণ—২৭। দেবতাভেদে আরোগ্যাদি প্রার্থনা—২৮। অনাশ্রমী থাকিতে নাই— ২৯। সপ্তবিধ স্নান ৩০—৩৬। স্নানার্হস্তু ৩৭—৩৮। রসের প্রকারভেদ ৩৯—৪০। সপ্তর্ষির নাম—৪১। পঞ্চপ্রকার মোহ— ৪২। অষ্টপাশ—৪৩। দশ দশা—৪৪। দ্বাদশসূর্য্য—৪৫। অষ্টবসু—৪৬। পঞ্চবাণ—৪৭। নবগ্রহ ৪৮—৫০। একাদশরুদ্র—৫১। দ্বাদশ- আদিত্য—৫২। বিশ্বেদেব—৫৩। সপ্তর্ষি—৫৪। সপ্তমরুৎ—৫৫। বিষয়ভেদের শ্রেষ্ঠতা ৫৬—৫৭। অতিভোজন পরিত্যজ্য—৫৮। গৃহস্থের কর্ত্তব্য—৫৯। জীবন বা মরণকে অভিনন্দিত করিবে না— ৬০। কলির স্বভাব—৬১। সহস্রনাম তালিকা—৬২। মায়ার খেলা—৬৩। শ্রেষ্ঠদান ৬৪—৬৬। পঞ্চপিতা—৬৭। মন্ত্র গোপন করা কর্ত্তব্য ৬৮—৬৯।

———